SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

আগষ্ট ২০২৩

সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষা

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের বিশ্লেষণ

ভূমিকা

জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং হলো একটি আর্থিক উপকরণ যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাজেট বরাদ্দের সাথে গৃহীত বিভিন্ন নীতিসমূহকে সমন্বিত করে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্যকে মোকাবেলা করা। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনায় জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব মহিলা সম্মেলনে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের কর্মসূচী উত্থাপিত হয়, যা পরবর্তীতে সরকার, এনজিও এবং শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জন করে। এটি নারীদের অগ্রগতিকে বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে জাতীয় বাজেটের একটি অংশ বরাদ্দ করে এবং এই বরাদ্দের জেন্ডার-ভিত্তিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে নারী-কেন্দ্রিক কর্মসূচিকে প্রসারিত করে। জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট কর এবং জরিমানার মাধ্যমে রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের উপর পার্থক্যগত প্রভাবও পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ করে। "উইমেন, ওয়ার্ক, অ্যান্ড দ্যা ইকোনমি: ম্যাক্রইকোনমিক গেইনস ফ্রম জেন্ডার ইক্যুয়িটি" নামক আইএমএফ এর একটি গবেষণাপত্রে তুলে ধরা হয়েছে যে শ্রমবাজারে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্যের ফলে অর্থনীতির কী পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য জেন্ডার সমতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। রিপোর্টটি জাতীয় বাজেটে জেন্ডার-সংবেদনশীল বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করার ইতিবাচক প্রভাবকে সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দিক দিয়ে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য এবং জনজীবনে নারীদের কার্যকলাপের কম উপস্থাপন, সরকারী নীতির দিকে পরিচালিত করে যা অনেক সময় জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সাথে সংযুক্ত বিদ্যমান নীতিগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে বা পরিচর্যার দায়িত্বে নিযুক্ত নারীদের অন্তর্ভুক্ত নাও করতে পারে। সরকারী বাজেট প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে আনুষ্ঠানিক, বেতনভিত্তিক শ্রম বাজার এবং জিডিপিতে অবদান রাখা খাত থেকে পাওয়া তথ্যের উপর, অবৈতনিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশকে উপেক্ষা করে, যার মধ্যে পরিচর্যা এবং গৃহস্থালির কাজ অন্তর্গত রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স

দেশ	বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং (২০২০)	জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স (২০২০)	বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং (২০২১)	জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স (২০২১)	বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং (২০২২)	জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স (২০২২)
বাংলাদেশ	৫০	০.৭২৬	৬৫	০.৭১৯	৭১	০.৭১৪
মালদ্বীপ	১২৩	০.৬৪৬	১২৮	০.৬৪২	১১৭	০.৬৪৮
ইন্ডিয়া	১১২	০.৬৬৮	১৪০	০.৬২৫	১৩৫	০.৬২৯
শ্রীলঙ্কা	১০২	০.৬৮০	১১৬	০.৬৭০	১১০	০.৬৭০
নেপাল	১০১	০.৬২৫	১০৬	০.৬৮৩	৯৬	০.৬৯২
ভুটান	১৩১	০.৬৩৬	১৩০	০.৬৩৯	১২৬	০.৬৩৭
পাকিস্তান	১৫১	০.৫৬৮	১৫৩	০.৫৫৬	১৪৫	০.৫৬৪

তথ্যসূত্র: গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২১ এবং ২০২২ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

জেন্ডার বাজেট কাঠামোর মূল উপাদান

জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট একটি পদ্ধতিগত কৌশল যার লক্ষ্য বাজেট পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে জেন্ডার-ভিত্তিক সমতার দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করা। জেন্ডার-ভিত্তিক বিষয়গুলো বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার এটি একটি বিস্তৃত পদ্ধতি। জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেটিংয়ের মূল উপাদানগুলো প্রদত্ত চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এর প্রধান উপাদানগুলো সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারনা পাওয়া যাবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের মূল উপাদান

- জেন্ডার বাজেটের বিশ্লেষন
- বাজেট ও নীতির পরিবর্তন ও বিশেষায়ন
- পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত একত্রীকরণ

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিংয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের সংবিধান নারীদের জন্য সমান অধিকার ও বিধানের নিশ্চয়তা দেয় এবং দেশটি নারী উন্নয়নের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়গুলো প্রকল্প প্রণয়নে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়াতে এবং সে অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতি আর্থিক বছরের শুরুতে একটি সার্কুলার জারি করে যা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জেন্ডার সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের মানদন্ডের রূপরেখা দেয়।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের মানদন্ড সমূহ

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও পুষ্টির উন্নয়ন	সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভ	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	নারীর দৈনিক কর্মঘন্টা হ্রাস	শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন
নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ এবং সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস	নারীর ক্ষমতায়ন	বিভিন্ন ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ	নারীর নিরাপত্তা ও অবাধ গতিবিধি নিশ্চিত করা	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ
নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	নারীর আইন ও বিচার প্রাপ্তি	তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীর প্রশিক্ষণ	সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস	

তথ্যসূত্র: জিওবি (২০১৭এ, ২০১৭বি)

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিং এর ধারা

নিম্নের সারণীগুলো থেকে বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিংয়ের যে চর্চা বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জেন্ডার বাজেটিং এর ধারা

অর্থবছর	মোট বাজেট (কোটি টাকা)	নারীদের জন্য বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাজেটে নারীদের জন্য বরাদ্দ (%)	জিডিপিতে নারীদের জন্য বরাদ্দ (%)	মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা
২০০৯-১০	১১০৫২৩	_	**২৪.৬৫**	৩.৯৫	৪
২০১০-১১	১৩০০১১	৩৪২২১	২৬.৩২	৪.৩৬	১০
২০১১-১২	১৬১২১৩	৪২১৫৪	২৬.১৫	৪.৬১	২০
২০১২-১৩	১৮৯২৩১	৫৪৩০২	২৮.৬৮	৫.২৩	২৫
২০১৩-১৪	২১৬২২২	৫৯৭৫৬	২৭.৬৪	৫.০৬	৪০
২০১৪-১৫	২৩৯৬৬৮	৬৪০৮৭	২৭.৭৪	৪.২৩	৪০
২০১৫-১৬	২৬১৫৬৫	৭১৮৭২	২৭.১৭	৪.১৬	৪০
২০১৬-১৭	৩৪০৬০৪	৯২৭৬৫	২৭.২৫	৪.৭৩	৪০
২০১৭-১৮	৪০০২৬৬	১১২০১৯	২৭.৯৯	৫.০৪	৪৩
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৮০	১৩৭৭৪২	২৯.৬৫	৫.৪৩	৪৩
২০১৯-২০	৫২৩১৯১	১৬১২৪৭	৩০.৮২	৫.৫৬	৪৩
২০২০-২১	৫৬৮০০০	১৬৯০৮৩	৩০.৯৮	৬.০	৪৩
২০২১-২২	৬০৩৬৮১	১৯৭৫২৪	৩২.৭২	৫.৭১	৪৩
২০২২-২৩	**৬৭৮০৬৪**	**২২৯৪৮৪**	**৩৩.৮৯**	**৫.১৬**	**৪৪**
২০২৩-২৪	**৭৬১৭৮৫**	**২৬১৭৮৭****	**৩৪.৩৭**	**৫.২৩**	**৪৪**

*তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; [বিঃদ্রঃ **এগুলো ৬২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য মোট বরাদ্দ। কিন্তু এই জেন্ডার বাজেট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য মোট বরাদ্দ ২৬১৭৮৭ কোটি টাকা।]*

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেন্ডার বাজেট (প্রত্যক্ষ) বরাদ্দের একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায় যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কিছুটা কমে যায়, যেখানে পরোক্ষ জেন্ডার বাজেটের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমানে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বিপরীতভাবে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দের ক্ষেত্রে (MoSW) প্রত্যক্ষ জেন্ডার বাজেটের পরিমান বৃদ্ধি এবং পরোক্ষ জেন্ডার বাজেট হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দ্বারা বরাদ্দের দিক দিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জেন্ডার বাজেটের পরিমান হ্রাস পেয়েছে, তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তুলনায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে বাজেটের হ্রাস বেশি প্রকট।

বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার বাজেটিং এর ধারা

নিচের চিত্রগুলো থেকে বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেটিংয়ের যে চর্চা বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

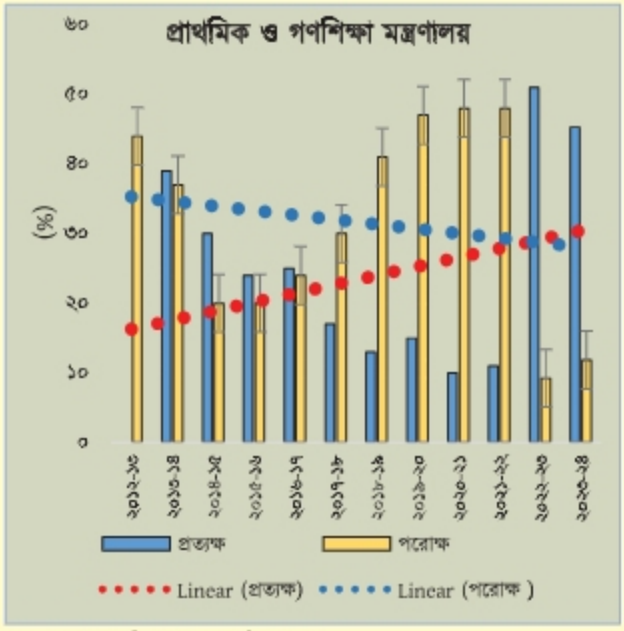

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

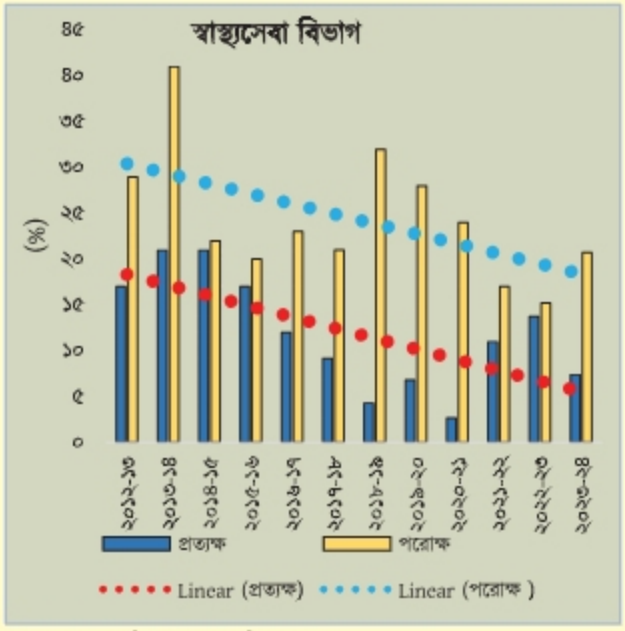

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

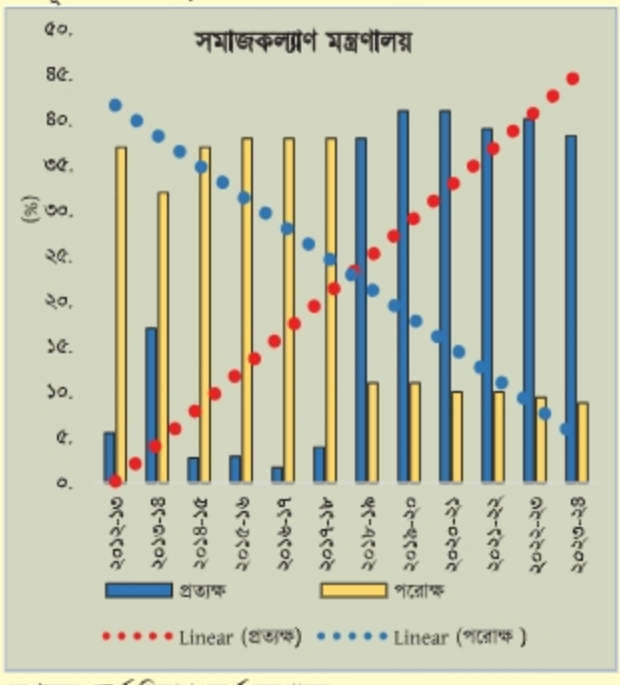

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

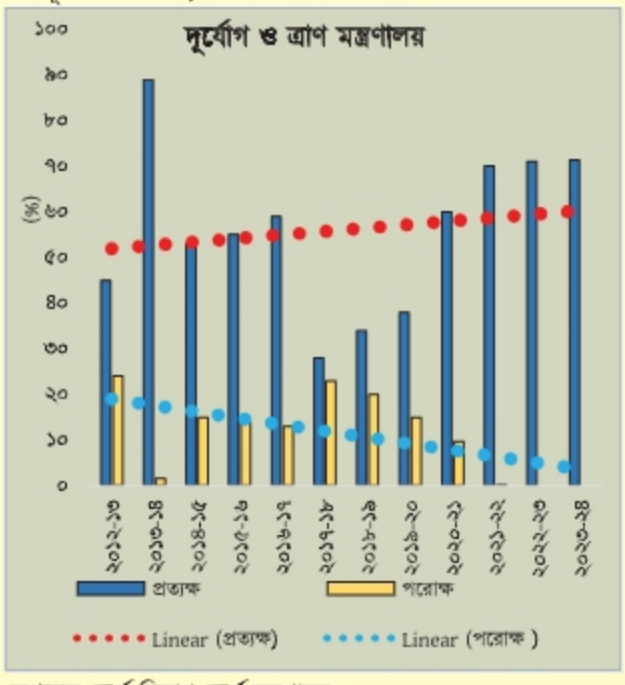

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অনুসরণীয় আন্তর্জাতিক রীতি

ভারত

সরকারি ব্যয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১) নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ, ২) নারী-বান্ধব বরাদ্দ, অর্থাৎ যেসব প্রকল্পের অন্তত ৩০% সুবিধাভোগী নারী, ৩) মূলধারার সরকারি ব্যয়ের জেন্ডার-বিভাজিত প্রভাব। ২০০৪-০৫ সালে, ভারতের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় "জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে বাজেট" শীর্ষক স্লোগান এবং নিম্নোক্ত আঙ্গিকগুলো প্রাধান্য দিয়ে একটি কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন করে: মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে স্বতন্ত্র জেন্ডার বাজেট সেল গঠন, সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের ধারণা ও কৌশলগুলোর ব্যাপারে সচেতন করে তোলা, জেন্ডার বিশ্লেষণের জন্য জেন্ডার-বিভাজিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল ডাটাবেজ গঠন, জেন্ডার বাজেট সনদ গঠন, জেন্ডার বাজেটের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের জন্য যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়াও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের জন্য নোডাল কেন্দ্র স্থাপন করেছে। (ইউএনইএসসিএপি, ২০১৮).

অস্ট্রেলিয়া

- মূলধারার ব্যয় এবং ট্যাক্সেশনের (করারোপ) ক্ষেত্রে জেন্ডার-ভিত্তিক প্রভাবগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংকল্প ১৩২৫ বাস্তবায়নের জন্য "অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ২০১২-২০১৮" এর মতো নীতি গ্রহণের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া ও পুনর্গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- কমিটিতে নারী, পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বাড়ানো যা সরকারী সংস্থাগুলোকে সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ চালু করতে সহায়তা করে থাকে।
- ব্যবসার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে মহিলা উদ্যোক্তাদের সুদক্ষ করার চেষ্টা করা।
- "উইমেন ২০" প্রতিষ্ঠা করা, একটি অতিরিক্ত জি২০ এনগেজমেন্ট গ্রুপ, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমর্থন করে এবং নিশ্চিত করে যে জি২০ এজেন্ডার প্রশস্ততা জুড়ে জেন্ডার-ভিত্তিক সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে।
- বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়া সরকারে কার্যকর বিনিয়োগ চিহ্নিত করেছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেশ কিছু সদস্য রাষ্ট্র কাজের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য রিপোর্টিং বাধ্যতামুলক করেছে এবং বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
- স্পেনে, অর্গানিক আইন ৩/২০০৭ হলো পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কার্যকর সমতার জন্য বাস্তবায়িত জেন্ডার সমতা আইনের একটি উদাহরণ, যাতে ৩৩ এবং ৩৪ ধারা অনুযায়ী পাবলিক চুক্তিতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- মহিলা কর্মসংস্থান খাত কে উন্নীত করতে বার্সেলোনায় ২০২০-২১ এর জন্য একটি টেকসই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।
- ফ্রান্সের আইন ২০১৪-৮৭৩ অনুযায়ী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্ত নীতির মধ্যে জেন্ডার সমতা উন্নীত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। তা না করলে ফরাসি কোম্পানি গুলো বিভিন্ন সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

,

জি- সেভেন

প্রধান জেন্ডার বাজেটিং এর উদ্যোগসমূহ

দেশ	জেন্ডার সম্পর্কিত উদ্যোগ
কানাডা	দেশটির ফেডারেল সরকার আইন, নীতি এবং কর্মসূচির জেন্ডার-ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ পরিচালনা করেছে; তাই, ২০১৫ সালে মন্ত্রিসভার এক প্রস্তাবে এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে ওঠে। ২০১৭-এর বাজেটে, সরকার "জেন্ডার বিবৃতি" প্রবর্তন করে যা জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত বাজেটের ব্যবস্থাগুলোর একটি মূল্যায়ন প্রদান করে।.
ফ্রান্স	নীতিনির্ধারণে জেন্ডার বাজেটের একীকরণের কথা বলে একটি আইন প্রবর্তন করা হয়। ২০১০ সাল থেকে, বার্ষিক বাজেট আইনে আর্থিক নীতিতে জেন্ডার সমতা এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত জেন্ডার-বিভাজিত পরিমাণের উপর একটি সংযুক্তি বিভাগ রয়েছে।
জার্মানি	ফেডারেল সরকার মূলধারার সমতা নীতিগুলোর পাশাপাশি একইভাবে, জেন্ডার সমতার দিকটি বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছে। জেন্ডার সমতা ২০০০ সাল থেকে ফেডারেল মন্ত্রণালয় এর যৌথ বিধির কার্যপ্রণালীতে একটি নির্দেশক নীতি। এই জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন উপ-জাতীয় পর্যায়ে বেশি স্পষ্ট, উদাহরণস্বরূপ, বার্লিন।
ইতালি	জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ইতিমধ্যে স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় স্তরেই কার্যকর করা হয়েছে। ২০১৬ সালে, রাজ্য বাজেটের সংস্কার সংক্রান্ত আইন পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে জেন্ডার বাজেট প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিল।
জাপান	জাপান সরকার ১৯৯৯ সালের জেন্ডার সমতার বেসিক অ্যাক্টের মতো আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে জেন্ডার সমতার প্রচার করছে। সরকারী সংস্থা তাদের বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বাজেট আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে। এই ধরনের পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল কর্মসংস্থান এবং নীতি-নির্ধারণী খাতে নারীর ভূমিকা বাড়ানো, কর্মজীবনের ভারসাম্য উন্নত করা, দারিদ্র্য দূর করা এবং মহিলাদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সহায়তা করা।
ইউকে	দেশটি আর্থিক নীতিতে জেন্ডার সমতাকে মূলধারায় এনেছে। কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন হল কর্মসংস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি নারীকে সম্পৃক্ত করা, এবং যে সকল নারীদের সন্তান রয়েছে তাদের জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা।
ইউ এস	নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করতে এবং বৃহত্তর সংখ্যক নারীকে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করার জন্য বেশ কিছু আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ইউএস কনভেনশনের ৭টি দেশের মধ্যে একটি যা আনুষ্ঠানিকভাবে "নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ" (CEDAW) অনুমোদন করেনি।

তথ্যসূত্র বেইজিং রিপোর্ট, ওইসিডি এবং আইএমএফ প্রশ্নাবলী

ওইসিডি

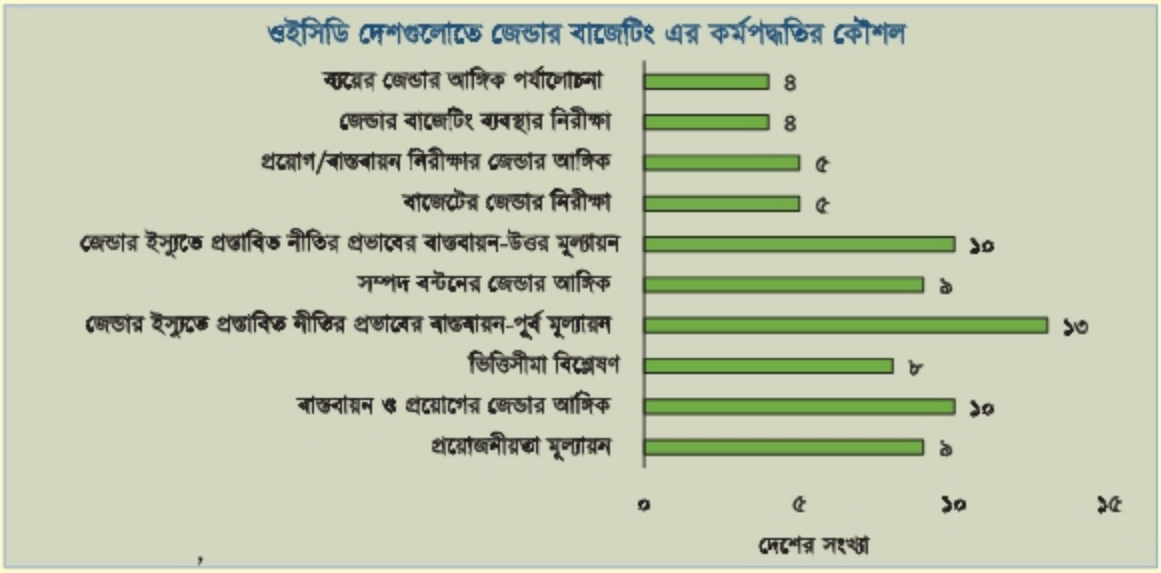

তথ্যসূত্র: ওইসিডি ২০১৮

উপসংহার এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সুপারিশসমূহ

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যার লক্ষ্য হলো বাজেটের নীতি ও প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে একীভূত করা, নিশ্চিত করা যে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য মোকাবেলা করার জন্য এবং নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নীত করার জন্য সম্পদগুলো সুষমভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশে, সরকারী উদ্যোগ এবং সুশীল সমাজ সংস্থাগুলোর সমর্থন উভয়ের দ্বারা চালিত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট-এর বাস্তবায়ন কয়েক বছর ধরে গতি পেয়েছে। টেকসই উন্নয়নের

জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সুপারিশসমূহ

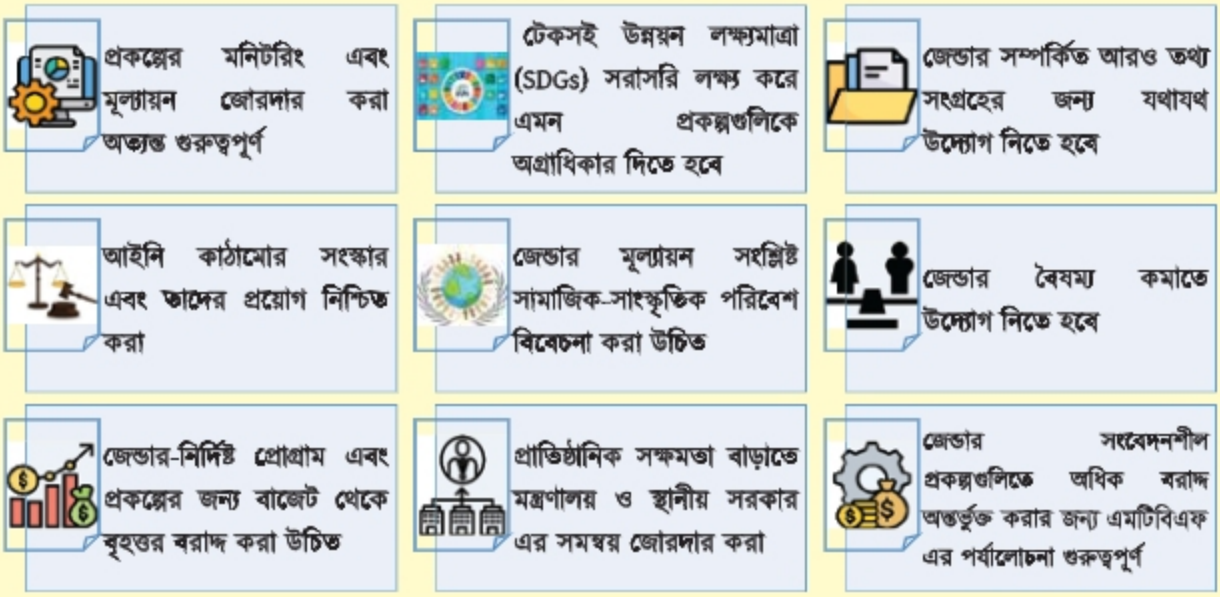

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য মোকাবেলা এবং নারীর অধিকারের প্রচারের গুরুত্ব বাংলাদেশ স্বীকার করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এবং বিদ্যমান অর্জনগুলোর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি করেছে, তারপরও এক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি প্রয়োজন। সর্বোপরি, আরো বেশি জেন্ডার সমতা, বৈষম্য প্রতিরোধ, বেতন বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই, সমমূল্যের কাজের জন্য সমান বেতনের ধারণা এবং বৈষম্যের পরিবর্তন বা দূরীকরণের সুবিধার্থে ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদান করা উচিত। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের জন্য জেন্ডার বাজেটিং বিষয়ে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। জেন্ডার বাজেটিং-এ অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক নীতিগুলো (জেন্ডার অডিট, নীতির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন ইত্যাদি) চালু করা উচিত।

[এই পলিসি ব্রিফটি সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত। পলিসি ব্রিফটি প্রস্তুত করেছেন আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা, মাহমুদুল হাসান, জেবুন্নেছা বিনতে জামান, ইশরাত শারমীন, এবং জনা গোস্বামী। মূল গবেষণা প্রবন্ধের লেখকরা হচ্ছেন ড. সায়মা হক বিদিশা, মীর আশরাফুন নাহার, সামান্থা রহমান, আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা, ইশরাত শারমীন, ওমর রাদ চৌধুরী এবং জনা গোস্বামী। পলিসি ব্রিফটির উপদেষ্টা ছিলেন ড. সেলিম রায়হান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড. সায়মা হক বিদিশা।]

SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT
Flat K-5, House 1/B, Road 35, Gulshan-2
Dhaka-1212, Bangladesh
Phone: +88-02-58813075
E-mail: sanemnet@yahoo.com
Website: www.sanemnet.org

Bangladesh Mahila Parishad
Sufia Kamal Bhaban
10/B/1 Segunbagicha, Dhaka-1000
Phone: +88-02-9582182, Fax: +88-02-9563529
Website: www.mahilaparishad.org
E- mail: info@mahilaparishad.org, mparishad@gmail.com